FEB. '001

নির্মল সেন

১৮টি কলেজ জাতীয়করণ– আনিশ্চিত...

শিক্ষ পর্যন্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটি সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট শিক্ষক ধর্মঘটেরকালে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ছিল। এ স্মারকের ৯নং শর্তে উল্লেখ করা ছিল যে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ...ন তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগধারীকে নিয়োগ দেয়া ...ব না। তারা এমপিওভুক্তের জন্য বিবেচিত হবেন

...বর্তীকালে এ শর্তটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ...কলামে আমি লিখেছিলাম– এ শর্ত বাস্তবায়িত ...৮৩ হাজার শিক্ষক পথে দাঁড়াবে। কারণ এরা ...দিন ধরে বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজে প্রায় ...ন পারিশ্রমিক ব্যতীত কাজ করছে। এরা ...পিওভুক্তির জন্য আবেদন জানিয়ে বছরের পর ...র প্রতীক্ষা করছে। এ চুক্তি তাদের জীবনে ...র্যয় ডেকে আনবে। আমরা আবেদন ...নিয়েছিলাম– অন্তত এ চুক্তির পূর্বে যারা বৈধভাবে ...পিওভুক্তির আবেদন জানিয়েছেন তাদের ...পিওভুক্ত করা হোক। ৮ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে ...থলাম কর্তৃপক্ষ এ দাবি মেনে নিয়ে একটি ...জ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্রে।

...শা করব এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে কোন ছলচাতুরী ...া হবে না। আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং ...তরের কর্মকর্তারা তুচ্ছ অজুহাত তুলে নতুন করে ...ককদের কাছ থেকে পারিতোষিক আদায়ের চেষ্টা ...রবেন না। আমার এ লেখায় কেউ বিরাগ হতে ...রেন। তবে আমার এ ভয় ঘরপোড়া গরুর ...ন্দুরে মেঘ দেখার ভয়।

...ন্তু তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগের সমস্যা তো শুধু ...সরকারি স্কুল-কলেজের নয়। জাতীয়করণকৃত ...লেজগুলোতে এ সমস্যা ঝুলে আছে ১৯৯৭ সাল ...কে। এ কলেজগুলোতে তৃতীয় বিভাগ এবং ...তীয় শ্রেণীর প্রশ্ন উঠেছে। এদের ক্ষেত্রে কি ...সরকারি স্কুল-কলেজের মতো এ প্রশ্নটির সমাধান ...তে পারে না।

...স্যাটি দীর্ঘদিনের। স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দেশে ...টি সরকারি কলেজ ছিল– পরবর্তীকালে একের ...র এক কলেজ সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া ...তে থাকে। এই বেসরকারি কলেজকে ...রকারিকরণের ফলে নামকরণ হয় জাতীয়করণকৃত ...লেজ। বেগম জিয়ার আমল পর্যন্ত ...াতীয়করণকৃত কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০। ...বং আগের ১৫ কলেজ নিয়ে সরকারি কলেজের ...ংখ্যা দাঁড়ায় ২১৫। প্রকৃতপক্ষে বেগম জিয়ার ...এনপি সরকারের আমলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ...াতীয়করণ বন্ধ হয়ে যায় বিশ্বব্যাংকের ধমকে। ...শ্বব্যাংকের নীতি হচ্ছে কলকারখানার মতো ...শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও হবে বেসরকারি। কোন সংস্থায় ...রকারি কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু ১৯৯৬ ...ালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রাশিক্ষা ...সম্প্রসারণের নামে দেশের ১৮ মহিলা কলেজ ...জাতীয়করণ করা হয়। এ কাজটি করা হয় ১৯৯৭ ...সালে। এবং এ ১৮ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ...আত্তীকরণ নিয়ে সমস্যার আজও সুরাহা হয়নি।

...তবে কাজটি সহজ নয়। দেশে ১৫ সরকারি কলেজ ...ছিল– এদের কতগুলো নিয়ম-কানুন ছিল– ইচ্ছে ...হলেই এদের সঙ্গে নতুন জাতীয়করণকৃত ...কলেজগুলোকে এক করে দেয়া যায় না। এবং এক ...করে দিতে গিয়ে প্রথম বাধা আসে সরকারি ...কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাদের যুক্তি ...হচ্ছে– আমরা লেখাপড়া করে, পরীক্ষায় ভাল করে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি ...

কলেজের শিক্ষকরা আমাদের সমান মর্যাদা পাবে– এটা হতে পারে না।

এ বিতর্ক মিটানোর জন্য ১৯৮১ সালের ২৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনামা প্রণয়ন করে– জাতীয়করণকৃত স্ব-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ করার জন্য। এ নির্দেশে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকরা অনেক কিছু হারালেও ওই বিধি অনুযায়ী আত্তীকরণের সমস্যার মোটামুটি অনেকটা সমাধান হয়েছিল।

কিন্তু নতুন করে সংকট দেখা দিল ১৯৯৭ সালে ১৮ মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করার পর। এসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালের ২৬ অক্টোবর এক প্রজ্ঞাপন জারি করল– তাতে স্পষ্টভাবে বলা হল, জাতীয়করণকৃত কলেজের কোন শিক্ষককে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এ বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কলেজটি জাতীয়করণ করার পূর্বে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদ বা সমমানের অন্য কোন পদে আত্তীকরণের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। আরও বলা হল– প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নন এমন কোন শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সমমানের যোগ্যতা থাকতে হবে। আর এর নির্ভেজাল অর্থ হচ্ছে আত্তীকরণের নামে অসংখ্য শিক্ষক বাদ পড়বেন আত্তীকরণের তালিকা থেকে। এরা হয়তো ২০/২৫ বছর এ পেশায় আছেন। তাদের কলেজটি জাতীয়করণ করা না হলে শেষ জীবনে সম্মান নিয়ে বিদায় নিতে পারতেন এ পেশা থেকে– কিন্তু এবার যেতে হচ্ছে অযোগ্যতার কালো টিপ ললাটে নিয়ে। কারণ তাদের সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো ডিগ্রির কৌলীন্য নেই। এখানে অভিজ্ঞতা এবং পড়াবার যোগ্যতা গৌণ।

সে পরিপ্রেক্ষিতে এ শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন– আমাদের কলেজ জাতীয়করণ আপনারা কেন করলেন– এ কলেজের সকল জমি-সম্পত্তি দলিল করে সরকারকে দিতে হল কি চাকরি হারানোর জন্য। জাতীয়করণ করার নামে আমাদের ছাঁটাইয়ের অধিকার কে কাকে দিয়েছে। এটা কি আইনসঙ্গত।

প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে এবং কেন এদের চাকরি যাচ্ছে। আমি আগে লিখেছি ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষকদের যোগ্যতা হচ্ছে ক্যাডার সার্ভিসের অনুযায়ী। তার ব্যাখ্যা দিয়ে

অনেকে জীবন সায়াহ্নে কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন– শূন্যহাতে নয়, অবসর ভাতা নিয়েই ঘরে ফিরবেন। ১৯৮১ সালের ভিত্তিতে তাদের সবাইকেই আত্তীকরণ করা হবে– এ চার বছরে ঘুণাক্ষরে তাদের জানানো হয়নি যে জাতীয়করণ তাদের চাকরিচ্যুত করবে। এমনকি এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না– একথা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। অথচ চার বছর পর মিলল এক ভিন্ন সিদ্ধান্ত।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে কলেজের জাতীয়করণ করার অব্যবহিত পূর্বে প্রভাষক ব্যতীত কোন শিক্ষক যে পদে কর্মরত ছিলেন; তাকে সেই পদের এক ধাপ নিম্নতর পদে এবং প্রভাষককে প্রভাষক পদে আত্তীকরণের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

আমি যতদূর শুনেছি– এ প্রজ্ঞাপন আত্তীকরণ প্রার্থী শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শুনিনি। ফলে আত্তীকরণের প্রশ্নটি ঝুলে থাকল। এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করল ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বর।

এ প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে ১৯৮১ বা ১৯৯৮ সালের প্রজ্ঞাপনের কোন সম্পর্ক নেই। এবার স্পষ্ট করে বলা হল– কোন শিক্ষক-অশিক্ষকের (অর্থাৎ জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী) ক্ষেত্রে ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য নিয়োগ বিধিতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

অর্থাৎ জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক হলেও ...

বলা হয়েছে– এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ থাকতে পারবেন না। ডিগ্রি প্যাস কোর্সের শিক্ষক হলে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। তবে ডিগ্রিতে অনার্স থাকলে মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী হলেও চলবে।

তবে আমি লক্ষ্য করেছি প্রকৃতপক্ষে আত্তীকরণ করতে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর উপর তেমন জোর দেয়া হয়নি। আমি দেখেছি ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী যাদের নিয়োগ পত্র দেয়া হয়েছে– তাদের অনেকের এসএসসি, এইচএসসি এবং অনার্সে তৃতীয় শ্রেণী আছে। এদের কৌলীন্য হচ্ছে অনার্স থাকা এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী। অথচ যারা বাদ পড়েছে তাদের সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ এবং কোন কোন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ থাকলেও কাজে আসেনি। এক্ষেত্রে নিয়োগের ভিত্তি হচ্ছে অনার্স– তা যে শ্রেণীর হোক এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানালে বাধিত হব তাদের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপনের 'যোগ্যতা ক্যাডার শ্রেণী প্রভাষক'–শব্দগুলোর অর্থ কি।

৮ ফেব্রুয়ারি বে-সরকারি স্কুল-কলেজ সম্প...